(আমীরে আহলে সুন্নাত ﷺ এর লিখিত কিতাব
"আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা (মক্কা মদীনার যিয়ারত সম্বলিত)"
থেকে নেয়া বিষয়বস্তুর পঞ্চম অংশ)

হাজীদের ঘটনাবলী

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

এই বিষয়বস্তু "আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা" কিতবের ৪৭-৭৪ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে।

হাজীদের ঘটনাবলী

আত্তারের দোয়া

হে দয়ালু প্রতিপালক! যে কেউ পুস্তিকা **"হাজীদের ঘটনাবলী"** পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে বারবার হজ্ব ও যিয়ারতে মদীনার দ্বারা সৌভাগ্যমণ্ডিত করো। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম ﷺ এর সালাম, নিজের এক গোলামের নামে

হযরত সায়্যিদুনা আবুল ফজল ইবনে যীরাক কুমাসানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: "আমার নিকট খোরাসান থেকে এক আশিকে রাসূল আসলো এবং বলতে লাগলো: "اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ আমি মসজিদে নববী শরীফে زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّتَعۡظِیۡمًا ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলাম। এমন সময় **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم স্বপ্নে আমার উপর দয়া করে দীদার দিলেন। ঠোঁট মোবারক নড়ে উঠলো, রহমতের ফুল বর্ষণ হতে লাগলো এবং শব্দগুলো প্রায় এরকমই ছিলো: "যখন তুমি হামযান যাবে তখন আবুল ফজল ইবনে যীরাককে আমার সালাম বলবে।" আমি আরয করলাম: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! তাঁর উপর এরূপ দয়া করার কারণ কি?" **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে আমার উপর দৈনিক একশতবার দরূদ শরীফ পাঠ করে।" সায়্যিদুনা আবুল ফজল رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: "অতঃপর সেই খোরাসানী ব্যক্তিটিও আমাকে বলতে লাগলেন: "আমাকেও সেই দরূদ শরীফটি শিখিয়ে দিন (যা আপনি পাঠ করে থাকেন)।" তখন আমি তাকে বললাম: "আমি প্রতিদিন ১০০ বার কিংবা তারও অধিক এই দরূদ শরীফটিই পাঠ করে থাকি:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ جَزَى اللّٰهُ مُحَمَّدًا عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

সেই আশিকে রাসূলটি এই দরূদ শরীফ আমার কাছ থেকে শিখে নিলো আর শপথ করে বলতে লাগলো: "আমি আপনাকে চিনতামও না, আপনার নামও কখনো শুনিনি। আপনার ব্যাপারে আমাকে স্বয়ং **হুযুর নবীয়ে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**ই** বলেছেন।" হযরত সায়্যিদুনা আবুল ফজল ইবনে যীরাক رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: "আমি সেই সৌভাগ্যবান আশিকে রাসূলটিকে কিছু উপহার দিলাম যেন তার কাছ থেকে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সম্পর্কে আরো কিছু শুনতে পাই। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন: "আমি **নবীকুল সর্দার** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক বার্তা পৌঁছানোর পরিবর্তে দুনিয়াবী কোন প্রতিদান চাই না।" এরপর সেই আশিকে রাসূলটিকে আমি দ্বিতীয় বার কখনো দেখিনি।" **(তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবী, ৩২তম খন্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা)**

(৫২) মরহুম আব্বাজানের প্রতি জঙ্গলে মহান দয়া প্রদর্শন

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান ছাওরী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: "আমি তাওয়াফ করার সময় এক আশিকে রাসূলকে প্রতি কদমে **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: "ভাই! আপনি 'سُبْحٰنَ اللّٰه' 'لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ' ইত্যাদি পাঠ না করে শুধু দরূদ শরীফই পাঠ করছেন, এর রহস্য কী?" তখন তিনি আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন। অতঃপর বললেন: "আমি আমার পিতার সাথে বাইতুল্লাহ্‌র হজ্ব করতে বের হলাম। সফরাবস্থায় আমার বৃদ্ধ পিতা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমরা একটি জায়গায় থেমে গেলাম। অনেক চিকিৎসা করলাম, কিন্তু **আল্লাহ্ পাকের** হুকুমে তিনি ইন্তেকাল করলেন। দেখতে দেখতে তার চেহারা কালো হয়ে গেলো এবং চোখগুলো বেঁকে গেলো আরপেটও ফুলে গেলো। এ অবস্থা দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম এবং

www.dawateislami.net

কাঁদতে কাঁদতে "اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ"[১] পাঠ করলাম। আমি মরহুমের চেহারা চাদর দিয়ে ঢেকে দিলাম। এমন দুঃখের সময়ও আমার ঘুম এসে গেলো। আমি স্বপ্নে খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিহিত সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি সুবাসিত এক বুযুর্গ ব্যক্তির যিয়ারত করলাম, এমন সৌন্দর্যমন্ডিত ব্যক্তিত্ব আমার চোখ কখনো দেখিনি আর এমন সুগন্ধও আমি আর কখনো পাইনি। তিনি আমার মরহুম আব্বাজানের নিকট এলেন, চাদর উঠিয়ে তার নূরানী হাতটি চেহারায় বুলালেন। দেখতে দেখতেই মরহুমের চেহারার কালো রঙ পরিবর্তন হয়ে নূরানী হয়ে গেলো, চোখ আর পেটও ঠিক হয়ে গেলো। সেই নূরানী বুযুর্গটি যখন চলে যাচ্ছিলেন, তখন আমি তাঁর আঁচল আঁকড়ে ধরে আরয করলাম: "আপনি কে? যার কারণে এই বিরাণ ভূমিতে **আল্লাহ্ পাক** আমার আব্বাজানের প্রতি দয়া করলেন।" তিনি ইরশাদ করলেন: "তুমি আমাকে চেননি? আমি হলাম; **তোমাদের নবী, ছাহিবে কুরআন, মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। তোমার পিতা গুনাহগার ছিলো, কিন্তু আমার উপর অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ করত, যখন সে এই দুরাবস্থার শিকার হয়, তখন আমার নিকট ফরিয়াদ করেছিলো আর নিশ্চয় যারা আমার উপর অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করে, আমি তাদের ফরিয়াদ শুনে থাকি।" এরপর আমার চোখ খুলে গেলো, আমি দেখলাম যে, সত্যিই আমার আব্বাজানের চেহারা নূরে আলোকিত হয়ে গেছে আর পেটও স্বাভাবিক হয়ে গেছে।" **(তাফসীরে রূহুল বয়ান, ৭ম খন্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা)**

আল্লাহ্ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দুনিয়া ও আখিরাত মেঁ জব মে রহোঁ সালামত,
পেয়ারে পড়োঁ না কিউঁ কর তুম পর সালাম হার দম।

---

(১) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আমরাতো **আল্লাহ্**রই মালিকানাধীন এবং আমাদেরকে তাঁরই প্রতি ফিরে যেতে হবে। **(পারা: ২, সূরা: বাকারা, আয়াত: ১৫৬)**

www.dawateislami.net

লিল্লাহ্ আব হামারী ফরিয়াদ কো পৌঁহুছিয়ে!
বে হদ হে হাল আবতর তুম পর সালাম হার দম। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৫৩) আমার প্রিয় নবীর পূর্বে তাওয়াফ করবো না

মাহবুবে রব্বে গণী, আক্বায়ে মক্কী মাদানী, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে প্রতিনিধি হিসাবে মক্কায়ে মুকার্‌রমার زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا কাফিরদের সাথে আলোচনা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। কেননা, তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো যে, এবছর **শাহে খাইরুল আনাম, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও **তাঁর** সাহাবীদেরকে عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মক্কা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا প্রবেশ করতে দেবে না। হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যখন কাবার হেরেমে গিয়ে পৌঁছান, তখন তাঁকে বলা হলো: "এই বৎসর আপনারা হজ্ব করতে পারবেন না।" মক্কার কাফিরেরা হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে বললো: "আপনি যেহেতু এখানে এসেই গেছেন, তবে ইচ্ছা করলে তাওয়াফ করে নিতে পারেন।" হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **আল্লাহ্ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ছাড়া তাওয়াফ করা অশোভন মনে করলেন। অতএব, তিনি বললেন: "مَا كُنْتُ لِاَفْعَلَ حَتّٰى يَطُوْفَ بِهٖ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অর্থাৎ আমি ততক্ষণ পর্যন্ত কাবা শরীফের তাওয়াফ করবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাওয়াফ করে না নিবেন।"

(মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮৯৩২)

আল্লাহ্ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আল্লাহ্ চে কিয়া পেয়ার হে ওসমান গণী কা,
মাহবুবে খোদা ইয়ার হে ওসমান গণী কা। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৫৪) পায়ে হেঁটে ২০বার হজ্বের সফর

রাকিবে দোশে মুস্তফা, সৈয়্যদুল আসখিয়া, বেরাদরে শহীদে কারবালা, জিগরে গোশায়ে ফাতেমা, দিলবন্দে মুরতাদ্বা, সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একবার বললেন: "আমি খুবই লজ্জিত। আহ! **আল্লাহ্ পাকের** সাথে কীভাবে সাক্ষাৎ করবো! আফসোস! **তাঁর** পবিত্র ঘর (কাবা শরীফ) পর্যন্ত কখনো পায়ে হেঁটে এলাম না!" এরপর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ২০ বার মদীনা শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا থেকে মক্কা শরীফ زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا হজ্বের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটেই এসেছিলেন। বর্ণিত রয়েছে: "একবার তিনি কাবা শরীফের তাওয়াফ করলেন, এরপর মকামে ইব্রাহীমের নিকট দুই রাকাত ওয়াজিবুত তাওয়াফ নামায আদায় করলেন। অতঃপর আপন চেহারা মোবারক মকামে ইব্রাহীমের উপর রেখে অঝোর নয়নে কাঁদতে কাঁদতে এভাবে মুনাজাত করলেন: "হে আমার রব্বে **কদীর**! তোমার অধম বান্দা তোমার দরবারে উপস্থিত, তোমার ভিখারী তোমার দরজায় উপস্থিত, তোমার অনাথ বান্দা তোমার দ্বারে উপস্থিত।" তিনি কথাগুলো বার বার বলছিলেন আর কান্না করছিলেন। তারপর মসজিদে হারাম থেকে বের হয়ে কিছু মিসকিন লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যারা রুটির (সদকার) টুকরো খাচ্ছিলো। তিনি তাদেরকে সালাম করলেন, সালামের উত্তর দেয়ার পর তারা তাঁকেও তাদের সাথে খাওয়ার দাওয়াত দিলো। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিঃসঙ্কোচে তাদের সাথে একই দস্তরখানায় বসে গেলেন আর বললেন: "এই রুটিগুলো যদি সদকার না হতো, তবে আমিও আপনাদের সাথে অবশ্যই খেতাম। কিন্তু আমরা নবী-বংশের জন্য সদকা গ্রহণ করা হারাম। এরপর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সেই মিসকিনদেরকে তাঁর বাসস্থানে নিয়ে আসেন এবং সবাইকে ভাল খাবার খাওয়ালেন, অতঃপর যাওয়ার সময় সবাইকে দিরহামও দান করলেন।"

(আল মুসতাতরাফ, ১ম খন্ড, ২৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

উহ হাসান মুজতবা সৈয়্যদুল আসখিয়া,
রাকিবে দোশে ইজ্জত পে লাখোঁ সালাম। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৫৫) হুযুর ﷺ এর সাথে বৃষ্টিতে তাওয়াফ করার সৌভাগ্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বৃষ্টিতে তাওয়াফ করার কথা কি বলবো! হযরত সায়্যিদুনা আবু ইকাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: "হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালেক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে আমি বৃষ্টিতে তাওয়াফ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। আমরা যখন মকামে ইব্রাহীমে দুই রাকাত নামায আদায় করলাম, তখন হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালেক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: "নতুন ভাবে আমল করো, নিশ্চয় তোমার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে! **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদেরকে এভাবেই ইরশাদ করেছিলেন আর আমরা **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে বৃষ্টিতে তাওয়াফ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম।"

(ইবনে মাজাহ্, ৩য় খন্ড, ৫২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩১১৮)

আজ হে রো বরো মেরে কাবা, সিলসিলা হে তাওয়াফ কা ইয়া রব!
আবর বরসা দেয় নূর কা কেহ্ লোঁ, বারিশে নূর মেঁ নাহা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৮৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৫৬) আমাকে হেরেম শরীফে নিয়ে যাও

হযরত মাওলানা আব্দুল হক ইলাহাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ভারতের অধিবাসী এবং প্রসিদ্ধ আলিমে দ্বীন ছিলেন, চল্লিশ (৪০) বছরেরও বেশি সময় মক্কা শরীফে বসবাস করেন। প্রতি বছর নিষ্ঠার সাথে অবশ্যই হজ্ব করতেন। এক বছর হজ্বের মৌসুমে তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে ছিলেন, যুলহিজ্জাতুল হারামের নবম তারিখ তার শাগরীদদের বললেন: "আমাকে হেরেম শরীফ নিয়ে চলো! কয়েকজন মিলে উঠিয়ে নিয়ে এসে কাবাতুল্লার

www.dawateislami.net

সামনে বসিয়ে দিলেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যমযম শরীফ আনিয়ে পান করলেন এবং দোয়া করলেন: **'ইয়া ইলাহী!** হজ্ব থেকে বঞ্চিত করিও না।' সেই মুহুর্তেই মাওলা **তায়ালা** তাঁকে এমন শক্তি দান করলেন যে, তিনি উঠে নিজের পায়ে হেঁটে আরাফাত শরীফ গেলেন এবং হজ্ব আদায় করলেন।

(মলফুযাতে আ'লা হযরত, ১৯৮ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি বিশ্বাস অটুট থাকে তবে নিশ্চয় যমযমের পানি পান করার পর যে দোয়াই করা হয়, কবুল হয় আর কেনই বা হবে না, **নবী পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যমযম যে উদ্দেশ্যে পান করা হবে, তা সে জন্যই।" **(ইবনে মাজাহ্, ৩য় খন্ড, ৪৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩০৬২)**

ইয়ে যমযম উচ লিয়ে হে জিচ লিয়ে উচ কো পিয়ে কোয়ী,
ইসি যমযম মেঁ জন্নাত হে ইচি যমযম মেঁ কাওসার হে। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৫৭) যমযমের পানি দ্বারা কণ্ঠনালীতে সুঁই আটকানোর চিকিৎসা হয়ে গেলো

হামযা বিন ওয়াছিল তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন: "পবিত্র হেরেম শরীফে কোন ব্যক্তি ছাতু (এক প্রকার আটা মিশ্রিত খাবার) খেলো। ছাতুতে সুই ছিলো, যা তার কণ্ঠনালীতে আটকে গেলো এবং তার জীবন নিয়ে টালমাটাল অবস্থা হলে, অনেক চেষ্টা করেও কিছুই হলো না, সে কাঁদতে কাঁদতে বললো: "আমার শেষ চিকিৎসা হলো যমযম, আমাকে যমযমের পানি পান করাও اِنْ شَآءَ الله আমি ভাল হয়ে যাব।" সুতরাং তাকে যমযমের পানি পান করানো হলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه যমযম শরীফের পানির বরকতে তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন। বর্ণনাকারী বলেন: "আমার আব্বাজান সেই ব্যক্তিকে কিছু দিন পর হেরেম শরীফে দেখেছিলেন, তিনি তখন সম্পূর্ণ সুস্থ ও প্রশান্তিতে ছিলেন।"

(শিফাউল গুরাম, ১ম খন্ড, ৩৩৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

মেঁ মক্কে মেঁ জা কর করোঁঙ্গা তাওয়াফ অওর,
নসিব আবে যমযম মুঝে হোগা পিনা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩২৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৫৮) পিপাসার রোগ আর যমযমের পানির চমক

এক ইয়ামেনী লোকের পিপাসার রোগ হয়েছিলো (অর্থাৎ পেট ভরে যাওয়া অথচ পিপাসায় কাতর থাকা)। ইয়ামেনের চিকিৎসকেরা এটি দূরারোগ্য রোগ বলে ঘোষণা দিলো। সে মক্কা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا এলো এবং এখানকার চিকিৎসকেরাও অপারগতা প্রকাশ করলো। **আল্লাহ্ পাক** তার মনে এই ভাব জাগিয়ে দিলো যে, যেন সে যমযমের পানি পান করে। অতএব, লোকটি পেট ভরে যমযমের পানি পান করল আর **আল্লাহ্ পাকের** দয়া ও অনুগ্রহে সে আরোগ্য লাভ করলো। (প্রাগুক্ত, ২৫৫ পৃষ্ঠা)

তু মক্কে কি গলিয়াঁ দেখা ইয়া ইলাহী! ওয়াহাঁ খুব যমযম পিলা ইয়া ইলাহী!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৫৯) দানের কূপ, সাজার কূপ

মুজাহিদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া বলখী বলেন: "খোরাসানের এক অধিবাসী ৬০ বৎসর যাবৎ মক্কা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا বসবাস করে আসছিলেন। যিনি অনেক বড় আবিদ, যাহিদ এবং রাত্রি জাগরণকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন, দিনে কোরআনে করীম পাঠ করতেন এবং সারা রাত তাওয়াফ করতেন। একজন নেককার ও সৎ লোকের সাথে সেই খোরাসানী ব্যক্তির বন্ধুত্ব ছিলো। সৎ লোকটি সেই খোরাসানী ব্যক্তিটির নিকট আমানত স্বরূপ দশ হাজার দীনার গচ্ছিত রেখে সফরে চলে গেলেন। সফর শেষে তিনি যখন ফিরে এলেন, জানতে পারলেন যে, তার খোরাসানী বন্ধুটি মারা গেছে। তিনি তার ওয়ারিশের নিকট গিয়ে তার আমানতগুলো চাইলে তারা সেই বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করলো। সৎ লোকটি মক্কা শরীফের ফকীহদের ঘটনাটি জানালে তাঁরা

www.dawateislami.net

বললেন: "আমরা আশা করি যে, মরহুম খোরাসানী ব্যক্তিটি জান্নাতী। আপনি মধ্য রাতের পর যমযম কূপের ভেতরে ঝুঁকে এই কথা বলবেন, 'হে খোরাসানী ব্যক্তি! আমি তোমাকে আমানত দিয়েছিলাম'। তিনি উত্তর দেবেন।" অতঃপর তিনি এমনই করলেন। কিন্তু যমযমের কূপ থেকে কোন উত্তর এলো না। লোকটি আবারও মক্কা শরীফের ওলামাদের সাথে যোগাযোগ করলে তাঁরা সবাই আফসোস প্রকাশ করে বললেন: "হয়তো তিনি জান্নাতীদের অন্তর্ভূক্ত নয়, জান্নাতী হলে তাঁর রূহটি যমযম কূপের ওখানেই থাকতো। এখন আপনি ইয়ামেনের বরহুত কূপের নিকট গিয়ে পূর্বের ন্যায় বলবেন। সেই কূপটি জাহান্নামের পাশে, সেখানে জাহান্নামীদের রূহগুলো থাকে।" অতএব, লোকটি ইয়ামেন গেলেন আর বরহুত কূপে গিয়ে ডাক দিলেন: "হে খোরাসানী! আমি তোমাকে আমানত দিয়েছিলাম।" তিনি সেখানে রূহগুলোকে চিৎকার করতে শুনছিলেন। একটি থেকে জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি কী কারণে আযাবে লিপ্ত?" সে বললো: "আমি অত্যাচারী ছিলাম, হারাম খেতাম, মালাকুল মওত আমাকে এখানে এনে নিক্ষেপ করেছে।" অন্য রূহ বললো: "আমি হলাম, আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের রূহ, অত্যাচার করার কারণে আমি এখানে আযাবের মধ্যে আছি।" সেই সৎ লোকটি বলেন: "আমি তৃতীয় আওয়াজ শুনলাম যা ছিলো খোরাসানী বন্ধুটির।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "তুমি এখানে কেন? তুমি তো ইবাদতগুজার বান্দা ছিলে!" খোরাসানীটি বললো: "আমার এক পঙ্গু বোন ছিলো, আমি তার প্রতি উদাসীন ছিলাম এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছিলাম, সে কারণেই আমার সকল ইবাদত নষ্ট হয়ে গেছে আর আমি আযাবে লিপ্ত হয়ে গেছি।" সৎ ব্যক্তিটি জিজ্ঞাসা করলো: "আমার আমানত কোথায়?" খোরাসানী বললো: "আমার ঘরের অমুক কোণায় মাটির নিচে পুঁতে রাখা আছে, গিয়ে নিয়ে নাও।" অতএব, সৎ লোকটি খোরাসানীর বাড়িতে এলো এবং সেখান থেকে তার আমানতগুলো বের করে নিলো। এরপর সে খোরাসানীর বোনটির নিকট গেলো এবং তার প্রয়োজনাদি পূর্ণ

www.dawateislami.net

করে দিলো, মৃত ব্যক্তির বোনটি খুশি হয়ে গেলো। সৎ ব্যক্তিটি পুনরায় মক্কা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا এসে যমযমের কূপে গিয়ে ডাক দিলো। মৃত খোরাসানী ব্যক্তিটি উত্তর দিলো: "اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি বরহুত কূপ থেকে মুক্তি পেয়েছি এবং এখানে খুবই শান্তি ও আরামে আছি।" (বলদুল আমীন, ৯৮-৯৯ পৃষ্ঠা)

ইয়া ইলাহী! রিশতাদারোঁ চে করোঁ হুসনে সুলুক,
কতয়ে রেহমী সে বাচোঁ ইচ মেঁ করোঁ না ভুল চুক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৬০) ভারত থেকে মুহূর্তেই কাবার সামনে

ভারতের অধিবাসী এক ঘাস কর্তনকারী বৃদ্ধের যিলহজ্ব মাসের ৯ম তারিখ স্বরণ আসলো যে, আজ আরাফাতের দিন। সৌভাগ্যবান হাজী সাহেবরা আরাফাতের ময়দানে সমবেত হয়েছেন। এই কথাগুলো স্মরণে আসতেই বৃদ্ধ লোকটি বেদনার এক আফসোসের নিশ্বাস ছেড়ে বললেন: "আহ! আমিও যদি হজ্ব করতে পারতাম!" কুদওয়াতুল কুবরা, মাহবুবে ইয়াজদানী, হযরত সায়্যিদুনা শায়খ সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه পাশেই বসা ছিলেন। তিনি বৃদ্ধ লোকটির আবেগভরা মনের বেদনার কথাগুলো শুনে বললেন: "এদিকে আসুন।" বৃদ্ধটি কাছে এলেন, এবার মুখে নয়, হাতে ইশারা করলেন: "যান।" ইশারা করার সাথে সাথেই সেই বৃদ্ধ লোকটি নিজেকে মক্কা শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا পবিত্র মসজিদে হারামের একেবারে কাবা শরীফের সামনে পেলেন! তিনি উৎফুল্লতার সহিত তাওয়াফ করলেন, আরাফাতের ময়দানে গেলেন এবং অপরাপর হজ্বের সকল আনুষ্ঠানিকতাগুলো পালন করলেন। হজ্বের মৌসুম যখন শেষ হয়ে গেলো, বৃদ্ধটি মনে মনে বললো: "এবার দেশে যাবো কীভাবে!" এই কথা মনে আসার সাথে সাথেই তিনি হযরত সায়্যিদুনা শায়খ জাহাঙ্গীর সিমনানী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه কে তার সামনে দাঁড়ানো দেখতে পেলেন। তিনি বৃদ্ধটিকে বললেন: "যান।" বৃদ্ধ হাজী সাহেবটি মাথা উঠানোর সাথে সাথেই দেখতে পেলেন তিনি ভারতে নিজের ঘরেই অবস্থান করছেন।"

(লাতায়িফে আশরাফী, ৩য় অংশ, ৬০২-৬০৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কিউঁ কর না মেরে কাম বনেঁ গাইব চে হাসান,
বান্দা ভি হোঁ তো কেয়সে বড়ে কারসাজ কা। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৬১) এক অভিনব কুষ্ঠরোগী

হযরত সায়্যিদুনা আবুল হোসাইন দররাজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "কোন এক বৎসর আমি একাই হজ্বের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলাম এবং দ্রুত পথ অতিক্রম করে 'কাদিসিয়া'য় পৌঁছলাম। সেখানে কোন এক মসজিদে গেলে আমার দৃষ্টি এক কুষ্ঠরোগীর উপর পড়লো, তিনি আমাকে সালাম দিলেন এবং বললেন: "হে আবুল হোসাইন! হজ্বের ইচ্ছা পোষণ করেছেন নাকী?" তাকে দেখে আমার খুবই ঘৃণা হচ্ছিল সুতরাং আমি অবজ্ঞার সুরে বললাম: "হ্যাঁ।" তিনি বললেন: "তাহলে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলুন।" আমি মনে মনে বললাম: "এতো এক নতুন বিপদ এসে পড়লো! আমি তো সুস্থ লোকের সঙ্গও এড়িয়ে চলি, আর এই কুষ্ঠরোগী আমাকে তার সাথে থাকার অনুরোধ করছে!" আমি পরিষ্কার ভাষায় অস্বীকার করলাম। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের স্বরে বললেন: "আমাকে আপনার সাথে নিয়ে যান, বড়ই মেহেরবানী হবে।" কিন্তু আমি শপথ করে বললাম: "**আল্লাহ্**র কসম! আমি কখনোই তোমাকে আমার সাথী বানাবো না।" তিনি বললেন: "হে আবুল হোসাইন! **আল্লাহ্ পাক** দুর্বলদেরকে এমন কিছু দিয়ে থাকেন, যা দেখে সবলরাও হতবাক হয়ে যায়!" আমি বললাম: "তুমি ঠিক কথাই বলছো, কিন্তু আমি তোমাকে সাথে রাখতে পারবো না।" আসরের নামায আদায় করে আমি পুনরায় সফর শুরু করলাম। সকাল বেলায় এক লোকালয়ে গিয়ে পৌঁছালে আশ্চার্যজনক ভাবে সেই কুষ্ঠরোগীর সাথে দেখা হলো! আমাকে দেখে তিনি সালাম দিয়ে বললেন: "**আল্লাহ্ পাক** দুর্বলদেরকে এমন কিছু দিয়ে থাকেন, যা দেখে সবলরাও

www.dawateislami.net

হতবাক হয়ে যায়!" তাঁর কথাগুলো শুনে তাঁর ব্যাপারে আমার অন্তরে বিভিন্ন ভাবনার উদয় হতে লাগল। যাইহোক, আমি সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে গেলাম। যখন আমি 'কারআ' নামক স্থানে এসে নামাযের জন্য মসজিদে প্রবেশ করলাম, তখন সেখানেও দেখলাম তিনি বসে আছেন। বললেন: "হে আবুল হোসাইন! **আল্লাহ্ পাক** দুর্বলদেরকে এমন কিছু দিয়ে থাকেন, যা দেখে সবলরাও হতবাক হয়ে যায়!" তার কথা শুনে আমার মনে ভাবাবেগের উদয় হলো এবং আমি অত্যন্ত আদব সহকারে আরয করলাম: "হুযুর! আমি **আল্লাহ্ পাকের** দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার নিকটও ক্ষমার ভিখারী, আমাকে ক্ষমা করে দিন।" তিনি বললেন: "আপনি এ কেমন কথা বলছেন?" আমি বললাম: "আমি অনেক বড় ভুল করে ফেলেছি যে, আপনার সাথে সফর করিনি, দয়া করে! আমাকে ক্ষমা করে দিন, আর আমাকে আপনার সাথে সফরসঙ্গী করে নিন।" তিনি বললেন; "আপনি আমার সাথে সফর না করার শপথ করেছেন আর আমি আপনার শপথ ভাঙ্গতে চাই না।" আমি বললাম: "ঠিক আছে! তবে এতটুকু দয়া করুন যে, প্রত্যেক মঞ্জিলেই আপনার সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিন।" তিনি বললেন: "اِنْ شَآءَ الله" এরপর তিনি আমার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন এবং আমিও অগ্রসর হতে লাগলাম। **আল্লাহ্ পাকের** সেই নেককার বান্দাটির বরকতে বাকি সফরে আমাকে কোন রকম ক্ষুধা, পিপাসা কিংবা ক্লান্তির সম্মুখীন হতে হয়নি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه প্রত্যেক মঞ্জিলেই আমার সাথে সেই বুযুর্গটির সাক্ষাৎ হতে লাগল। এমনকি মদীনা শরীফের زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا সুগন্ধিময় পরিবেশের ফয়েয লাভ করে মক্কা শরীফ زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا পৌঁছে যাই। সেখানে হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর কাত্তানী ও হযরত সায়্যিদুনা আবুল হাসান মুযাইয়িন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا এর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জিত হলো। আমি যখন তাঁদেরকে এই আশ্চর্যজনক কাহিনীটি শুনালাম তখন তাঁরা বললেন: "ওহে নির্বোধ! তুমি কি জান, তিনি কে ছিলেন? তিনি হলেন হযরত সায়্যিদুনা আবু জাফর মাজযূম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه। আমরা তো দোয়া করি যে, আহ! **আল্লাহ্ পাক** যেন **তাঁর** এই অলীর দীদার নসিব

www.dawateislami.net

করেন। শুন! আর কখনো যদি তাঁর সাথে তোমার সাক্ষাৎ হয়, তবে আমাদের অবশ্যই জানাবে।" যিলহজ্ব মাসের ১০ম তারিখে আমি যখন 'জামরাতুল উকবা' অর্থাৎ বড় শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করছিলাম, তখন এক ব্যক্তি আমাকে তাঁর নিকটে টেনে বললেন: "হে আবুল হোসাইন! اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ!" আমি পেছনে ফিরতেই দেখলাম সেই বুযুর্গটি। অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা আবু জাফর মাজযূম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। তাঁকে দেখার সাথে সাথেই আমার ভাবাবেগের সৃষ্টি হলো এবং আমি কান্না করতে করতে বেহুশ হয়ে লুটিয়ে পড়লাম! যখন আমি অনুভূতিশক্তি (হুশ) ফিরে পাই ততক্ষণে তিনি চলে গেলেন, অতঃপর শেষ দিনে আখেরী তাওয়াফ করার পর মাকামে ইব্রাহীমের পাশে দুই রাকাত নামায আদায়ের পর আমি যখনই দোয়ার জন্য হাত উঠালাম, এমন সময় হঠাৎ কেউ আমাকে নিজের দিকে টানলেন, দেখলাম তিনি ছিলেন হযরত সায়্যিদুনা আবু জাফর মাজযূম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। বলতে লাগলেন: "আবুল হোসাইন! ভয় পেও না, চেঁচামেচি করো না, নিশ্চিন্ত থাকো!" আমি নীরবই রইলাম এবং আমি **আল্লাহ্ পাকের** দরবারে তিনটি দোয়া করেছিলাম। তিনি আমার প্রতিটি দোয়ায় 'আমীন' বললেন। এরপর তিনি আমার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন আর কখনো তাঁকে দেখলাম না। আমার সেই তিনটি দোয়া ছিলো: "(১) হে আমার **পাক পরওয়ারদিগার**! গরীবকে তুমি আমার এতই পছন্দনীয় বানিয়ে দাও, দুনিয়ার বুকে তার চেয়ে অধিক কোন কিছু যেন আমার ভাল না লাগে। (২) তুমি আমাকে এমন বানিও না যে, আমার এমন কোন রাত কাটবে যে পরবর্তী সকালের জন্য আমি কোন বস্তু সঞ্চয় করে রেখেছি। এমনই হয়েছিলো যে, কয়েক বৎসরই অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিলো অথচ আমি আমার নিকট কোন বস্তু সঞ্চিত করে রাখিনি। আর তৃতীয় দোয়াটি ছিলো (৩) হে আমার **পাক পরওয়ারদিগার**! তুমি যখনই আমাকে তোমার আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام সাক্ষাতের মহান সৌভাগ্য দান করবে তখন তাঁদের সাথে আমাকেও অন্তর্ভূক্ত করে নিও।" আমার **মহান প্রতিপালকের** প্রতি পূর্ণ আশা যে, আমার এই দোয়া তিনি অবশ্যই পূর্ণ

www.dawateislami.net

করবেন। কেননা, এতে একজন কামিল অলী 'আমীন' শব্দের মোহর লাগিয়েছেন।" (উয়ূনুল হিকায়াত, ২৯১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

জুয়ুফ মানা মগর ইয়ে জালিম দিলো,
উন কে রাস্তে মেঁ তো থকা না করে। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

(৬২) যখন স্বয়ং হুযুর ﷺ ই ডাকলেন, তখন নিজে নিজেই ব্যবস্থা হয়ে গেলো

হযরত আল্লামা আবুল ফারায আব্দুর রহমান বিন আলী ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের কিতাব '**উয়ূনুল হিকায়াত**'-এ লিখেছেন; এক পরহেজগার ব্যক্তির বর্ণনা হলো: "আমি লাগাতার তিন বৎসর যাবৎ হজ্বের জন্য দোয়া করে আসছিলাম কিন্তু আমার বাসনা পূর্ণ হচ্ছিলো না। চতুর্থ বৎসর হজ্বের মৌসুম চলছিলো এবং আমার অন্তর হজ্বের বাসনায় ছটফট করছিলো, এক রাতে যখন আমি ঘুমিয়ে পড়লাম, আমার ঘুমন্ত ভাগ্যও জাগ্রত হয়ে উঠলো, اَلْحَمْدُ لِلّٰه স্বপ্নে আমি **হুযুর পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভে ধন্য হলাম। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: **"তুমি এ বৎসর হজ্বের জন্য চলে যাও!"** আমার চোখ খুললে অন্তরে খুশির বাতাস বইতে লাগলো। **তাজেদারে রিসালাত, নবীয়ে রহমত, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুমিষ্ট আওয়াজ কানে যেন বার বার বেজে উঠছিলো, **"তুমি এ বৎসর হজ্বের জন্য চলে যাও!"** নবীর দরবার থেকে হজ্বের অনুমতি পেয়ে গিয়েছিলাম আমার মন অত্যন্ত আনন্দিত ছিলো। হঠাৎ মনে পড়ল যে, আমার কাছে তো পাথেয় (অর্থাৎ সফরের খরচাদি) নাই! এই ভাবনা আসতেই আমার মন দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে গেলো। পরবর্তী রাতে **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আবারও স্বপ্নে যিয়ারত হলো, কিন্তু আমার দারিদ্রতার কথা বলতে পারলাম না। অনুরূপভাবে তৃতীয় রাতেও স্বপ্নে রাসূল **পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পক্ষ

www.dawateislami.net

থেকে আদেশ হলো: "**তুমি এ বৎসর হজ্বের জন্য চলে যাও!**" আমি মনে মনে ভাবলাম, চতুর্থবার যদি **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার স্বপ্নে আগমন করেন তবে আমার দারিদ্রতা সম্পর্কে আরয করবো।

আহ! পাল্লে যর নেহিঁ রাখতে সফর সরওয়ার নেহিঁ,
তুম বুলা লো তুম বুলানে পর হো কাদের ইয়া নবী!

চতুর্থ রাতে পুনরায় **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার গরীবালয়ে তাশরিফ নিয়ে এলেন আর ইরশাদ করলেন: "**তুমি এ বৎসর হজ্বের জন্য চলে যাও!**" আমি হাতজোড় করে আরয করলাম: "**হে আমার আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার নিকট পাথেয় নাই।" ইরশাদ করলেন: "তুমি তোমার ঘরের অমুক স্থানটি খনন করো, সেখানে তোমার দাদার একটি যুদ্ধের পোশাক পাবে।" এতটুকু বলেই **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ নিয়ে গেলেন। সকালে আমি যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হলাম, মন আনন্দিত ছিলো। ফজরের নামাযের পর **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দেখানো স্থানটি খনন করলাম, আসলেই সেখানে একটি মূল্যবান যুদ্ধের পোশাক ছিলো, তা খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিলো, মনে হচ্ছিল যেন কেউ সেটি ব্যবহারই করেনি। আমি তা চার হাজার দীনারে বিক্রি করলাম এবং **আল্লাহ্ পাকের** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه **নবীয়ে রহমত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কৃপাদৃষ্টির ফলে আমার হজ্বে যাওয়ার ব্যবস্থাও হয়ে গেলো।" **(উয়ূনুল হিকায়াত, ৩২৬ পৃষ্ঠা)**

জব বুলায়া আক্বা নে,
খোদ হি ইন্তেজাম হো গেয়ে।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!   صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৬৩) আমি তোমার কথা শুনেছি

হযরত সায়্যিদুনা আলী ইবনে মুয়াফ্ফাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "আমি হজ্বের সৌভাগ্য অর্জন করলাম, কাবা শরীফের তাওয়াফ করলাম, হাজরে আসওয়াদে চুমু খেলাম, দুই রাকাত তাওয়াফের নামাযও আদায় করলাম, এরপর কাবা শরীফের দেওয়ালের পাশে বসে কান্না করতে লাগলাম এবং **আল্লাহ্ পাকের** দরবারে আরয করলাম: **"হে আল্লাহ্**! আমি তোমার পবিত্র ঘরের চতুর্দিকে জানি না কতবার যে চক্কর দিয়েছি, কিন্তু আমি জানি না যে, কবুল হলো কি না?" এরপর আমার তন্দ্রাভাব এসে গেলো, তখন আমি এক গায়েবী আওয়াজ শুনতে পেলাম: "হে আলী ইবনে মুয়াফ্ফাক! আমি তোমার কথা শুনেছি। তুমি কি তোমার ঘরে কেবল তাকেই আহ্বান করো না যাকে তুমি ভালবাস।" (আর রিয়াজুল ফায়িক, ৫৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বুলাতে হেঁ উচি কো জিচ কি বিগড়ি ইয়ে বানাতে হেঁ,
কোমর বাঁধনা দিয়ারে তাইবা কো খুলনা হে কিসমত কা। (যওকে নাত)

(৬৪) ধৈর্যধারণ করলেই পা থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত হতো

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে হুনাইফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "আমি হজ্বের উদ্দেশ্যে বের হলাম, বাগদাদে পৌঁছা পর্যন্ত অবস্থা এমন ছিলো যে, লাগাতার চল্লিশ দিন যাবৎ কিছু খেলাম না, কঠিন পিপাসার্থ অবস্থায় যখন একটি কূপের নিকট গেলাম, দেখলাম একটি হরিণ পানি পান করছিলো, আমাকে দেখেই হরিণটি পালিয়ে গেলো, কূপটিতে উঁকি দিয়ে দেখলাম, পানি অনেক নিচে ছিলো, বালতি ছাড়া পানি উঠানো সম্ভব হবে না। আমি একথা বলেই ফিরে আসছিলাম: "হে আমার **মালিক ও মাওলা**! আমার মর্যাদা কি এই হরিণটির সমানও না!" এমন সময় পেছন থেকে আওয়াজ আসলো: "আমি তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম, কিন্তু তুমি ধৈর্যধারণ করনি। এখন

www.dawateislami.net

আবার যাও, পানি পান করে নাও।” আমি যখন আবার গেলাম, দেখলাম, কূপটি উপরের অংশ পর্যন্ত পানিতে ভর্তি হয়েছিলো, আমি ভালভাবে পিপাসা মিটালাম এবং নিজের মশকটিও ভরে নিলাম, তখন অদৃশ্য থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম: “হরিণ তো মশক ছাড়াই এসেছিলো, তুমি কিন্তু মশক সাথে করে নিয়ে এসেছ।” আমি পুরো পথে সেই মশক থেকেই পানি পান করতাম আর অযু করতাম, কিন্তু পানি কখনো শেষ হতো না। অতঃপর আমি যখন হজ্ব শেষে ফিরে আসছিলাম, আর জামে মসজিদে প্রবেশ করলাম তখন সেখানে হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উপস্থিত ছিলেন, তিনি আমাকে দেখতেই বললেন: “তুমি যদি মুহূর্তের জন্য ধৈর্যধারণ করতে, তাহলে তোমার পা থেকেই ঝর্ণা প্রবাহিত হতো।” (আর রওজুল ফায়িক, ১০৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

উন কে তালিব নে জু চাহা পা লিয়া,
উন কে সায়িল নে জু মাঙ্গা মিল গেয়া। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৬৫) এক তাওয়াফকারীর অভিনব ফরিয়াদ

হযরত সায়্যিদুনা কাসেম বিন ওসমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুবই জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী এবং মুত্তাকী বুযুর্গ ছিলেন। তিনি বলেন: “আমি এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে, যিনি তাওয়াফ করার সময় শুধুমাত্র এই দোয়াটিই করছিলেন: اَللّٰهُمَّ قَضَيْتَ حَاجَةَ الْمُحْتَاجِيْنَ وَحَاجَتِيْ لَمْ تَقْضِ অর্থাৎ **হে আল্লাহ্!** তুমি তো সকল অভাবীর অভাব পূরণ করে দিয়েছ, অথচ আমার অভাব পূরণ হলনা।” আমি যখন তাঁর কাছে বারবার এই অভিনব দোয়াটি করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম তখন বললেন: “আমরা সাতজন জিহাদে গিয়েছিলাম অমুসলিমরা আমাদের গ্রেফতার করে নিলো, যখন আমাদেরকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে মাঠে

www.dawateislami.net

নিয়ে এলো, হঠাৎ আমি উপরের দিকে মাথা তুললাম, দেখতে পেলাম আসমানের সাতটি দরজা খোলা, প্রত্যেক দরজায় একটি করে হুর দাঁড়ানো, আমাদের একজন সাথীকে যখনই শহীদ করা হলো, আমি দেখলাম: একটি হুর রুমাল হাতে নিয়ে সেই শহীদের রূহ নেওয়ার জন্য জমিনে নেমে এলো। এভাবে আমার ছয়জন সাথীকে শহীদ করে দেওয়া হলো, অনুরূপ প্রত্যেকের রূহগুলো নেওয়ার জন্য এক একটি করে হুর আসতে থাকে। যখন আমার পালা এলো, তখন এক দরবারী তার সেবার জন্য আমাকে বাদশাহ্‌র কাছ থেকে চেয়ে নিলো। এতে আমি শাহাদাতের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলাম। আমি একটি হুরকে বলতে শুনেছি: "হে বঞ্চিত ব্যক্তি! শেষ পর্যন্ত তুমি এমন সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত কেন রয়ে গেলে?" এরপর আসমানের সাতটি দরজাই বন্ধ হয়ে গেলো। এ কারণেই তো ভাই! আমার বঞ্চিত হওয়ার জন্য আমি আফসোস করি। আহ! শাহাদাতের সৌভাগ্য আমারও যদি নসিব হয়ে যেতো! এই সেই অভাব, যা আমার দোয়ায় আপনি শুনেছেন।" হযরত সায়্যিদুনা কাসেম বিন ওসমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "আমার মতে এই সাতজন সৌভাগ্যবানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে এই সপ্তম জনই, যিনি হত্যা থেকে বেঁচে গেলেন, তিনি নিজের চোখে সেই মনোরম দৃশ্য দেখেছেন, যা অন্যদের কেউ দেখেননি। তারপরও ইনিই জীবিত রয়েছেন আর অত্যন্ত আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতা নিয়ে নেক আমল করে যাচ্ছেন।"

(আল মুসতাতরাফ, ১ম খন্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মাল ও দৌলত কি দোয়া হাম না খোদা করতে হেঁ,
হাম তো মরনে কি মদীনে মেঁ দোয়া করতে হেঁ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৪৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৬৬) আল্লাহ্ পাকের গোপন ব্যবস্থাপনা

হযরত সায়্যিদুনা আবু মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "**আল্লাহ্ পাকের** উপর ভরসা করে তিনজন মুসলমান কোন ধরনের পাথেয় ছাড়াই হজ্বের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন, সফরাবস্থায় তারা খ্রীষ্টানদের এক লোকালয়ে অবস্থান করলেন, তাদের একজনের দৃষ্টি এক সুন্দরী খ্রীষ্টান মহিলার উপর পড়লে সে তার প্রেমে পড়ে গেলো। সেই প্রেমিক বিভিন্ন বাহানা করে সেই লোকালয়েই রয়ে গেলো এবং অপর দুইজন হাজী রওয়ানা হয়ে গেলো। এবার সেই প্রেমিক নিজের মনের কথাটি মহিলাটির পিতাকে বললো, পিতা বললো: "তার মোহরানা তুমি দিতে পারবে না।" জিজ্ঞাসা করলো: "মোহরানা কি?" উত্তর পেল: "খ্রীষ্টান হয়ে যাওয়া।" সেই হতভাগা লোকটি খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে সেই মহিলাটিকে বিয়ে করল এবং দু'টি সন্তানেরও জন্ম হলো, অবশেষে সে মারা গেলো। তার দুই হাজী বন্ধু কোন সফরে পুনরায় সেই লোকালয়ে এলে তাদের বন্ধুটির সব খবর জানতে পারলেন, তাঁরা অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তাঁরা যখন খ্রীষ্টানদের কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সেই প্রেমিকের কবরের পাশে একজন মহিলা এবং দুই শিশুকে কাঁদতে দেখলেন। সেই দুইজন হাজীও (**আল্লাহ্ পাকের** গোপন ব্যবস্থাপনার কথা স্মরণ করে) কান্না করতে লাগলেন। মহিলাটি জিজ্ঞাসা করলো: "আপনারা কেন কাঁদছেন?" তখন তাঁরা মৃতের মুসলমান অবস্থায় নামায-ইবাদত ও তাকওয়া-পরহেজগারী ইত্যাদির কথা উল্লেখ করলেন। মহিলাটি যখন এ কথা শুনলেন, তখন তার মন ইসলামের প্রতি ধাবিত হলো এবং তিনি তাঁর দুই সন্তান সহ মুসলমান হয়ে গেলেন।" (আর রওজুল ফায়িক, ১৬ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ কেমন হৃদয়-কাঁপানো কাহিনী যে, হেরেমের পথের নেককার পরহেজগার মুসাফির হঠাৎ পার্থিব ভালবাসায়

www.dawateislami.net

পতিত হয়ে হৃদয়ের পাশাপশি দ্বীনও বিসর্জন দিয়ে বসলো এবং কিছু সময়ের জন্য রঙ-তামাশায় মেতে মৃত্যুর পথ ধরে অন্ধকার কবরের সিঁড়ি অতিক্রম করলো! এই ঘটনাটি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদের সবাইকে **আল্লাহ্ পাকের** গোপন ব্যবস্থাপনাকে ভয় করা এবং ঈমানের উপর মৃত্যুর ফরিয়াদ করতে থাকা উচিত। কারণ, কেউ জানে না যে, আমাদের উপর কী ঘটে। মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ভাবাবেগপূর্ণ ভিসিডি কিংবা অডিও ক্যাসেট **'আল্লাহ্ কি খুফিয়া তদবীর'** ক্রয় করে অবশ্যই দেখে নিবেন। اِنْ شَآءَ الله আপনারা **আল্লাহ্ পাকের** ভয়ে কেঁপে উঠবেন।

জাহাঁ মেঁ হেঁ ইবরত কে হার সো নুমুনে, মগর তুঝ কো আন্ধা কিয়া রঙ ও বো নে,
কভি গওর চে ভি ইয়ে দেখা হে তু নে, জু আবাদ থে উহ মহল আব হেঁ সোনে,
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহিঁ হে, ইয়ে ইবরত কি জাঁ হে তামাশা নেহিঁ হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৬৭) আহ! আমিও যদি কান্নায় রত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!

আরাফাতের দোয়ায় হাজীদের অশ্রু বিসর্জন আর আহাজারি যখন শুরু হয়ে গেলো, তখন হযরত সায়্যিদুনা বকর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতে লাগলেন: "আহ! আমিও যদি এসব ক্রন্দনরত হাজীদের দলে হতাম।" আর হযরত সায়্যিদুনা মুতাররিফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খোদাভীতিতে জড়সড় হয়ে অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সহিত আরয করলেন: **"হে আল্লাহ্!** তুমি আমার (নাফরমানির) কারণে এসব হাজীদেরকে নিরাশ করিও না।" (আর রওজুল ফায়িক, ৫৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মেরে আশ্ক বেহতে রাহেঁ কাশ হার দম,
তেরে খউফ চে ইয়া খোদা ইয়া ইলাহী!
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৬৮) আরাফাতে অবস্থানকারীদের গুনাহ ক্ষমা হয়ে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জীবনে ৩৩বার হজ্ব করার সৌভাগ্য অর্জন করেন, তাঁর শেষ হজ্বে আরাফাতের ময়দানে মুনাজাতে এভাবে আরয করেছিলেন: "**হে আল্লাহ্!** তুমি জান, এই আরাফাতে আমি ৩৩ বার অবস্থান করেছি, একবার নিজের পক্ষ থেকে এবং এক এক বার আমার পিতা-মাতার পক্ষ থেকে হজ্ব করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। হে **পরওয়ারদিগার**! আমি তোমাকে সাক্ষী করছি যে, আমি আমার বাকি ৩০টি হজ্ব সেসব লোকদেরকে দান করে দিলাম, যারা এই আরাফাতে অবস্থান করেছে কিন্তু তাদের আরাফাতে অবস্থান করাটা কবুল হয়নি।" তিনি যখন আরাফাত থেকে মুযদালিফায় পৌঁছালেন, তখন স্বপ্নে তাঁকে আহ্বান করে বলা হলো: "হে ইবনে মুনকাদির! তুমি কি **তাঁর** উপর দয়া করছো, **যিনি** দয়া সৃষ্টি করেছেন? তুমি কি **তাঁকে** দান করতে চাও, **যিনি** দান সৃষ্টি করেছেন? তোমার **প্রতিপালক আল্লাহ্ পাক** তোমাকে ইরশাদ করেন: আমার সম্মান ও মহত্বের শপথ! আমি আরাফাতে অবস্থানকারীদের আরাফাত সৃষ্টি করার দুই হাজার বৎসর পূর্বেই ক্ষমা করে দিয়েছি।" (আর রওজুল ফায়িক, ৬০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

গমে হায়াত আভি রাহাতোঁ মেঁ ঢল জায়েঁ, তেরি আতা কা ইশারা জো হো গেয়া ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৬ পৃষ্ঠা)

(৬৯) হুযুর পাক ﷺ এর নামে হজ্ব পালনকারীদের উপর বিশেষ অনুগ্রহ

হযরত সায়্যিদুনা আলী ইবনে মুয়াফ্ফাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে অনেক বার হজ্ব করেছেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: স্বপ্নে আমার **মক্কী মাদানী তাজেদার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভ হলো, **হুযুর পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: "হে ইবনে

www.dawateislami.net

মুয়াফ্ফাক! তুমি কি আমার পক্ষ থেকে হজ্ব করেছ?" আমি আরয করলাম: "জী হ্যাঁ।" ইরশাদ করলেন: "তুমি কি আমার পক্ষ থেকে তালবিয়া পাঠ করেছ?" আমি উত্তর দিলাম: "জী হ্যাঁ।" ইরশাদ করলেন: "কিয়ামতের দিন আমি তোমাকে এর প্রতিদান দেব আর আমি হাশরের দিনে তোমার হাত ধরে তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবো। যখন লোকেরা কঠিন হিসাব-নিকাশে ব্যস্ত থাকবে।" (লুবাবুল ইহ্ইয়া, ৮৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

শুকরিয়া কিউঁ কর আদা হো আপ কা ইয়া মুস্তফা!
কেহ্ পড়োশী খুলদ মেঁ আপনা বানায়া শুকরিয়া।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৭০) ষাটবার হজ্ব পালনকারী হাজী

হযরত সায়্যিদুনা আলী ইবনে মুয়াফ্ফাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এটি ৬০তম হজ্ব ছিলো। তিনি তখন পবিত্র হেরেমে উপস্থিত ছিলেন হঠাৎ তাঁর মনে এলো, আর কতদিন প্রতি বৎসর বিরাণ ভূমি, জঙ্গলের পথ মাড়াতে থাকবো! এমতাবস্থায় নিদ্রা প্রাধান্য বিস্তার করলে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম এবং অদৃশ্য থেকে আওয়াজ শুনলাম: "সেই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ যাকে তার মুনিব নিজের বন্ধু বানিয়ে নিয়েছেন এবং নিজের ঘরে ডেকে এনে উচ্চ মর্যাদায় ধন্য করেছেন।" (রওজুর রিয়াহীন, ১০৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

জুয়ুফ মানা মগর ইয়ে জালিম দিলো, উন কে রাস্তে মেঁ তো থকা না করে!

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৭১) বিদায়ের অনুমতির অপেক্ষায় থাকা যুবককে সুসংবাদ

হযরত সায়্যিদুনা যুননূন মিসরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কাবা শরীফের পাশে এক যুবক দেখতে পেলেন, যিনি লাগাতার নামায পড়ে যাচ্ছিলেন, থামার নামও নিচ্ছিলেন না। সুযোগ পেতেই তিনি যুবকটিকে বললেন: "কী ব্যাপার! ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে লাগাতার নামাযই পড়ে যাচ্ছেন?" তিনি বললেন: "নিজের ইচ্ছায় কিভাবে যাই? বিদায়ের জন্য অনুমতির অপেক্ষাই আছি।" হযরত সায়্যিদুনা যুন নূন মিসরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: "তখনো আমরা কথাই বলছিলাম, এমন সময় সেই যুবকটির উপর একটি চিরকুট এসে পড়ল, তাতে লেখা ছিলো: "এই চিরকুটটি **খোদায়ে গাফফার মহান প্রতিপালকে**র পক্ষ থেকে, **তাঁরই** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী একনিষ্ঠ বান্দার প্রতি, ফিরে যাও, তোমার আগের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।" (রওজুর রিয়াহীন, ১০৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

মুহব্বত মেঁ আপনি গুমা ইয়া ইলাহী!
না পাওঁ মেঁ আপনা পাতা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(৭২) নিরাশ না হওয়া হাজী

হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দীনার رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বর্ণনা করেন; এক আবিদ বলেন: "আমি ক্রমাগত কয়েক বৎসর যাবৎ হজ্ব এর মহান সৌভাগ্য অর্জনে ধন্য হচ্ছিলাম এবং প্রতি বছরই এক দরবেশকে পবিত্র কাবার দরজা আঁকড়ে ধরা অবস্থায় দেখতাম, যখন তিনি "لَبَّیۡكَ ط اَللّٰھُمَّ لَبَّیۡكَ ط" বলতেন তখন অদৃশ্য থেকে আওয়াজ শুনা যেতো "لَا لَبَّیۡكَ"। আমি চৌদ্দতম (১৪) বছরে ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম: হে দরবেশ! তুমি বধির তো নও? সে উত্তর দিলো: আমি সব কিছুই শুনছি। আমি বললাম: তবে এরূপ কষ্ট করছো কেন? সে

বললো: জনাব! আমি শপথ করে বলতে পারি যে, যদি চৌদ্দ বছর কেন আমার বয়স যদি চৌদ্দ হাজার (১৪০০০) বছরও হয় এবং বছরে একবার নয় প্রতিদিন হাজার বারই (১০০০) যদি এই উত্তর "لَبَّيْك" শুনি তবুও এই দরজা থেকে মাথা উঠাবো না। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমরা কথাবার্তায় ব্যস্ত ছিলাম হঠাৎ এমন সময় আসমান হতে একটি কাগজ ঐ ব্যক্তির বুকে এসে পড়লো। তিনি কাগজটি আমার দিকে বাড়ালেন, আমি পড়লাম, এতে লিখা ছিলো: "হে মালিক বিন দিনার! তুমি আমার বান্দাকে আমার কাছ থেকে পৃথক করে দিচ্ছো যে, আমি তার এ ক'বছরের হজ্ব কবুল করিনি, এমন নয় বরং এই বছর আসা সকল হাজীর হজ্বও তার ডাকার বরকতে কবুল করেছি যেন কেউ আমার দরবার থেকে বঞ্চিত না ফিরে।"

দোয়া কবুল না হওয়ার বিভিন্ন হিকমত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনাটি থেকে আমরা এই মাদানী ফুলও পেলাম যে, দোয়া কবুল হওয়াতে যত বিলম্বই হোক না কেন নিরাশ না হওয়া উচিত, আমরা বিলম্ব হওয়ার মূল রহস্য সম্পর্কে অবহিত নই, নিঃসন্দেহে দোয়া কবুল হওয়াতে বিলম্ব হওয়া বরং দোয়া কবুলের নিদর্শন প্রকাশ না হওয়াও আমাদের জন্য উপকারীই বটে। আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শ্রদ্ধেয় আব্বাজান রাঈসুল মুতাকাল্লিমীন হযরত মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে: **"আল্লাহ্ পাকের** হিকমত হচ্ছে যে, কখনো তুমি মুর্খতা হেতু কোন কিছুর ফরিয়াদ করো আর (**তিনি**) মেহেরবানী করে তোমার দোয়া কবুল করেন না, কারণ, তুমি যা প্রার্থনা করছো, তা যদি তোমাকে দান করেন, তা হলে তোমার ক্ষতি হবে। মনে করো, তুমি ধন-সম্পদ প্রার্থনা করছো আর তা যদি তুমি পেয়ে যাও, তাহলে তোমার ঈমানের উপর বিপদ আসবে, অথবা মনে কর, তুমি সুস্বাস্থ্য প্রার্থনা করছো, অথচ স্বাস্থ্য তোমার আখিরাতের পক্ষে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে, এই কারণে তিনি তোমার দোয়া কবুল করেন না। দ্বিতীয় পারার সূরা বাকারার ২১৬ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

www.dawateislami.net

عَسٰۤى اَنْ تُحِبُّوْا شَیْـٴًـا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ؕ

(পারা: ২, সূরা: বাকারা, আয়াত: ২১৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সম্ভবতঃ কোন বিষয় তোমাদের পছন্দনীয় হবে অথচ তা তোমাদের পক্ষে অকল্যাণকর হয়।

ইয়ে কিউঁ কহোঁ মুঝ কো ইয়ে আতা হো ইয়ে আতা হো,
উহ দো কেহ্ হামেশা মেরে ঘর ভর কা ভালা হো। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৭৩) আমি কার দ্বারে যাবো, মাওলা!

দোয়া কবুল হোক আর না হোক দোয়া করার ব্যাপারে কার্পণ্য করা উচিত নয়। আপন **পরওয়ারদিগার**কে বার বার ডাকতে থাকাও একটি বড় ধরনের সৌভাগ্য এবং মূলতঃ এটি ইবাদত। এপ্রসঙ্গে আরো একটি কাহিনী লক্ষ্য করুন: "এক বৃদ্ধ বুযুর্গ কোন এক যুবকের সাথে হজ্ব করতে গেলেন, ইহরাম পরিধান করে যখন বললেন: "لَبَّيْك" (অর্থাৎ আমি তোমার দরবারে উপস্থিত) তখন অদৃশ্য থেকে আওয়াজ এলো: "لَا لَبَّيْك" (অর্থাৎ তোমার উপস্থিতী কবুল হয়নি)। যুবক হাজীটি তাঁকে বললেন: "উত্তরটি কি আপনি শুনেছেন?" বৃদ্ধ হাজীটি বললেন: "জী হ্যাঁ, শুনেছি। আমি তো ৭০বৎসর ধরেই এই উত্তরই শুনে আসছি! আমি প্রতি বারেই আরয করি "لَبَّيْك" আর উত্তর শুনি "لَا لَبَّيْك"।" যুবকটি বললেন: "তবু কেন আপনি বারবার আসেন? সফরের কষ্ট সহ্য করেন এবং নিজেকে ক্ষান্ত করে তুলেন?" বৃদ্ধ হাজী সাহেব কান্না করে বলতে লাগলেন: "তাহলে আমি কার দ্বারে গিয়ে ধর্ণা দেব? চাই আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক, চাই কবুল করে নেওয়া হোক, আমাকে তো এই দ্বারেই আসতে হবে, এই দ্বারে না হলে আমি কোন দ্বারে গিয়ে আশ্রয় পাবো?" তখন অদৃশ্য থেকে আওয়াজ শোনা গেলো: "যাও! তোমার সকল উপস্থিতি কবুল হয়ে গেলো।" (তাফসীরে রুহুল বয়ান, ১০ম খন্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

উহ সুনেঁ ইয়া না সুনেঁ উন কি বেহরে হাল খুশি,
দর্দে দিল হাম তো কহে জায়েঁঙ্গে إِنْ شَآءَ الله ।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৭৪) হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আর এক গ্রাম্য লোক

প্রচন্ড গরমের দিনে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ হজ্বের সফরে মক্কা শরীফ زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا থেকে মদীনা শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا গমনকালে পথিমধ্যে তাবু গাঁড়লেন, নাস্তার সময় খাদেমকে বললেন: "কোন মেহমান খুঁজে নিয়ে এসো।" সে চলে গেলো এবং পাহাড়ের দিকে একজন গ্রাম্য লোককে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে পায়ে লাতি মেরে জাগালো এবং বললো: "তোমাকে গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ডেকেছেন।" লোকটি উঠে হাজ্জাজের নিকট এসে উপস্থিত হলো, হাজ্জাজ তাকে বললো: "আমার সাথে খাবার খাও।" সে বললো: "আমি যে আপনার চাইতেও শ্রেষ্ঠ দানশীল ও দয়ালুর দাওয়াত কবুল করে নিয়েছি।" হাজ্জাজ জিজ্ঞাসা করলো: "সে কোন দয়ালু"? উত্তর দিলো: "তিনি হলেন **প্রিয় আল্লাহ্**। তিনি আমাকে রোযা রাখার জন্য দাওয়াত দিয়েছেন আর আমিও কবুল করে নিয়েছি।" হাজ্জাজ বললো: "এমন প্রচন্ড গরমের দিনে রোযা?" উত্তর দিলো: "হ্যাঁ, কিয়ামতের প্রচণ্ড গরম থেকে বাঁচার জন্য।" হাজ্জাজ বললো: "ঠিক আছে, আগামীকাল রোযা রেখো না এবং আমার সাথে খাবার খেয়ো।" লোকটি বললো: "আপনি কি আমাকে আগামী কাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার জামানত দিতে পারেন?" হাজ্জাজ বললো: "এ তো আমার ক্ষমতার বাইরে।" গ্রাম্য লোকটি বললো: "আশ্চর্য তো! আপনি আখিরাতের ব্যাপারেও কোনরূপ ক্ষমতা না রাখা সত্ত্বেও এই দুনিয়া পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন?" হাজ্জাজ বললো: "এ খাবারগুলো খুবই উন্নত।" উত্তর দিলো: "এই খাবার আপনি উন্নত করেননি, বাবুর্চিও করেনি বরং সুস্থতা ও প্রশান্তিদায়ক গুণই এই খাবারকে উন্নত করেছে অর্থাৎ কোন রোগীর এগুলো ভাল লাগবে না, কিন্তু সুস্থ ব্যক্তির তো খুবই ভাল লাগে আর

সুস্থতা ও প্রশান্তিদাতা সত্ত্বা একমাত্র **রব্বে কায়েনাতেরই**, কাজেই সেই মহান ও অদ্বিতীয় ক্ষমতার অধিকারী সত্ত্বার দাওয়াতে রোজা রাখাই উচিত।"

(রফিকুল মানাসিক, ২১২ পৃষ্ঠা)

কুছ্ নেকিয়াঁ কামা লে জলদ আখিরাত বানা লে, কোয়ী নেহিঁ ভরোসা আয় ভাই! জিন্দেগী কা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৯৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৭৫) যাদের হজ্ব কবুল হয়নি, তাদের উপরও দয়া হয়ে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা আলী ইবনে মুয়াফ্ফাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আমি ৫০ বারেরও বেশি হজ্ব করেছি। একটি ছাড়া সবকটির সাওয়াবই আমি **হুযুর পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, চার খলিফা رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ এবং আমার পিতা-মাতাকে ইছাল করে দিয়েছি, তখনো একটি হজ্ব বাকি ছিলো (যার ইছালে সাওয়াব তখনো করা হয়নি), আমি আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত লোকদেরকে দেখলাম এবং তাদের আওয়াজ শুনে **আল্লাহ্ পাকের** দরবারে আরয করলাম: **"হে আল্লাহ্!** যদি এসব লোকের মাঝে এমন কোন লোক থাকে যার হজ্ব কবুল হয়নি, তবে আমি আমার এই হজ্বটি তার জন্য ইছাল করে দিলাম।" অতঃপর সেই রাতে আমি যখন মুযদালিফায় ঘুমিয়ে পড়লাম, **তাওবা কবুলকারী আল্লাহ্ তায়ালাকে** স্বপ্নে দেখলাম। **আল্লাহ্ পাক** আমাকে ইরশাদ করলেন: "হে আলী ইবনে মুয়াফ্ফাক! তুমি কি আমাকে কিছু উপহার দিতে চাও? আমি আরাফাতে উপস্থিত সকল মানুষ, তাদের সংখ্যার চেয়ে আরো অধিক এবং তাদের চেয়েও দ্বিগুণ মানুষকে ক্ষমা করে দিলাম আর তাদের প্রত্যেকের পরিবার-পরিজন এবং প্রতিবেশীদের পক্ষেও সুপারিশ কবুল করে নিলাম।"

(রওজুর রিয়াহীন, ১২৮ পৃষ্ঠা)

কোয়ী হজ্ব কা সবব আব বানা দেয়, মুঝ কো কাবে কা জলওয়া দেখা দেয়।
দীদে আরাফাত ও দীদে মিনা কি, মেরে মাওলা তু খায়রাত দে দেয়।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৭৬) হজ্বের সফরে উত্তম সফরসঙ্গী

এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা হাতিমে আছাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট আরয করলেন: "আমি হজ্বের সফরে যাচ্ছি, এমন কোন সফরসঙ্গী আমাকে দেখিয়ে দিন যাঁর বরকতময় সাহচর্যের ফয়েয নিয়ে আমি **আল্লাহ্ পাকের** মহান দরবারে উপস্থিত হতে পারি।" তিনি বললেন: "ভাই! আপনি যদি সফরসঙ্গী খুঁজে থাকেন, তবে কোরআন তিলাওয়াতের সঙ্গ নিন আর যদি সাথী খুঁজে থাকেন, তবে ফিরিশতাদেরকে আপনার সাথী বানিয়ে নিন আর যদি বন্ধুর দরকার হয়, তবে **আল্লাহ্ পাক** হলেন আপনার বন্ধুদেরও অন্তরের মালিক, আর যদি পাথেয় চান, তবে **আল্লাহ্ পাকের** উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই সব চেয়ে বড় পাথেয় এবং তার পর কাবাতুল্লাহ্ শরীফকে আপনার সামনে মনে করে আনন্দের সাথে এর তাওয়াফ করুন।" (বাহরুদ দুমু, ১২৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মুজেযা শাক্কুল কমর কা হে 'মদীনা' চে ই'য়াঁ,
'মাহ্' নে শক হো কর লিয়া হে 'দীন' কো আগোশ মেঁ।

পংক্তিটির মর্মার্থ: কবি নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে এই পঙতিতে খুবই উত্তম কথা বলেছেন যে, মুজেযা স্বরূপ চাঁদ যে দ্বিখন্ডিত হয়ে গিয়েছিলো, আরবি مدينه শব্দটি যেন তার অনাবিল সাক্ষী। যেমন, এই مدينه শব্দটির প্রথম ও শেষ অক্ষরদ্বয়কে অর্থাৎ م ও ه কে একত্র করুন, مه এর অর্থ চাঁদ আর প্রথম ও শেষ অক্ষরের মাঝখানে বিদ্যমান دين শব্দটি। এর অর্থ দ্বীনে ইসলাম। এভাবে مدينه যেন دين কে তার আঁচলে ধারণ করে রেখেছে!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ঈমানের শাখা

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ঈমানের সত্তরটিরও অধিক শাখা রয়েছে আর লজ্জাশীলতা হলো ঈমানের একটি শাখা।

(মুসলিম, ৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৫২)

(দা'ওয়াতে ইসলামী)

মাকতাবাতুল মদীনা

মাদানী

দেখতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net